গণিতের কারণে কমেছে জিপিএ ৫

পাসের হার ও জিপিএ ৫ দুটিতেই মেয়েরা এগিয়ে

বিশেষ প্রতিনিধি

১৩ মে, ২০২৪
০৮:২২

শেয়ার

অ +

অ -

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ভালো ফল করায় রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গতকাল আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। কেউ কেউ প্রিয় সহপাঠীকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে তোলা। ছবি : শেখ হাসান

করোনার সময় কম বিষয়ে ও কম নম্বরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা হওয়ায় পাসের হার ও জিপিএ ৫ দুটিই হু হু করে বেড়েছিল। তবে গত বছর সব বিষয়ে পূর্ণ নম্বরে পরীক্ষা হওয়ায় পাসের হার কিছুটা কমেছিল। এবার গত

বছরের তুলনায় পাসের হার সামান্য বেড়েছে, কিন্তু জিপিএ ৫ কিছুটা কমেছে। তবে করোনার পর ২০২৪ সালের এই ফলকেই স্বাভাবিক বলে মনে করছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডসহ ১১ বোর্ড মিলিয়ে গড় পাসের হার ৮৩.০৪ শতাংশ, জিপিএ ৫ পেয়েছে এক লাখ ৮২ হাজার ১২৯ জন। গত বছর এসএসসি ও সমমানে পাসের হার ছিল ৮০.৩৯ শতাংশ, জিপিএ ৫ পেয়েছিল এক লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৮ জন। সেই হিসাবে এ বছর পাসের হার বেড়েছে ২.৬৫ শতাংশ। আর জিপিএ ৫ কমেছে এক হাজার ৪৪৯ জন।

তবে ২০২২ সালে পাসের হার ছিল ৮৭.৪৪ শতাংশ, জিপিএ ৫ পেয়েছিল দুই লাখ ৬৯ হাজার ৬০২ জন।

এবারের ফলাফল বিশ্লেষণে জিপিএ ৫ কমার একটি অন্যতম কারণ পাওয়া গেছে। সেটা হচ্ছে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডে গণিতের ফল খারাপ হয়েছে। কারণ এই ব্যাচটি ২০২২ সালে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল।

এসব শিক্ষার্থী প্রায় দুই বছর ঘরে বসে অনলাইনে ক্লাস করেছে। ফলে অনেক শিক্ষার্থীই গণিতের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ ছাড়া সিলেট শিক্ষা বোর্ড গড় পাসের চেয়ে ৯.৬৯ শতাংশ পিছিয়ে। এর প্রভাব জিপিএ ৫-এর ওপর

পড়েছে।

গতকাল রবিবার সচিবালয়ে ফলাফলের বিস্তারিত তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘এসএসসির এবারের ফল অন্যান্য বছরের চেয়ে ভালো।

ফলের সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করলে ভালো দিক বেশি। সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা পদক্ষেপের কারণে এমন ফল করতে সক্ষম হয়েছে শিক্ষার্থীরা।’

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘করোনার আগের বছর ২০১৯ বা তার আগের বছরগুলোর তুলনা করলে দেখা যাবে ওই সময় পাসের হার সাধারণত ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের ঘরে থাকত। মাঝে ২০২১ ও ২০২২ শিক্ষাবর্ষে পাসের হার বেড়ে ৯০ শতাংশের কাছাকাছি হয়। এর কারণ ছিল সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে কম বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া। গত বছরের মতো এবার পূর্ণ সিলেবাস ও পূর্ণ নম্বরে পরীক্ষা হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে পরীক্ষায় ফেরায় ফলাফল ৮০ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছে। এটাকে স্বাভাবিক ফল বলা যায়। তবে জিপিএ ৫ কিছুটা কমেছে কিন্তু সেটাকেও খারাপ ফল বলা যাবে না।’

আন্ত শিক্ষা বোর্ড সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কুমার সরকার কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘এবারের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে শুধু জিপিএ ৫ কিছুটা কম ছাড়া প্রায় সব সূচক ভালো। তাই এটাকে আমি ভালো ফল বলে আখ্যায়িত করব। জিপিএ ৫ কমার সবচেয়ে বড় কারণ পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড গণিতে গড়ে পাসের হার ৯০ শতাংশের নিচে।’

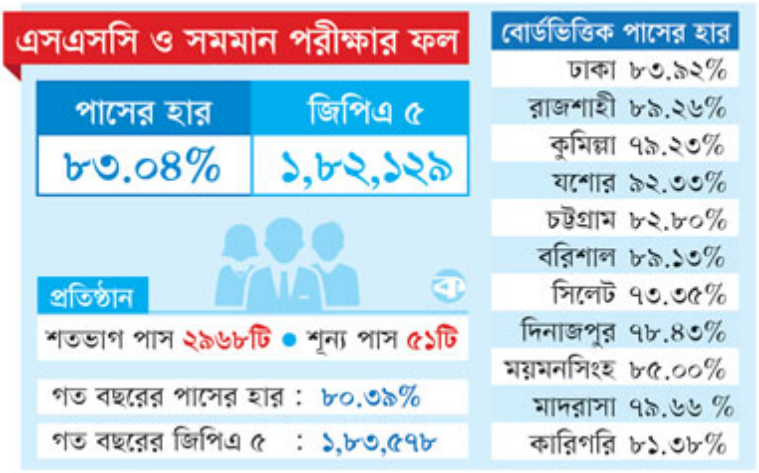

এ বছর সারা দেশে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২০ লাখ ১৩ হাজার ৫৯৭ শিক্ষার্থী। মোট পাস করেছে ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ জন। এবার বিদেশের আটটি কেন্দ্র থেকে ৩৪৭ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করে ২৯৮ জন।

বিষয়ভিত্তিক ফল বিশ্লেষণ

সব বিভাগের কমন আটটি বিষয় বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ, রসায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তি, পৌরনীতি এবং হিসাববিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৯৬ শতাংশের বেশি। বিপরীতে সাধারণ ১০টি শিক্ষা বোর্ড (কারিগরি বাদে) গণিতে গড় পাস করেছে মাত্র ৯১.১৮ শতাংশ। এটাও সার্বিক ফলাফল খারাপের একটি কারণ। এ ছাড়া সিলেট শিক্ষা বোর্ড পদার্থবিজ্ঞান ও আইসিটিতে যথাক্রমে ৯৩.৬১ শতাংশ ও ৯২.৯২ শতাংশ পাস করেছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড গণিতে সবচেয়ে খারাপ করেছে। এই বোর্ডে এ বিষয়ে পাস করেছে মাত্র ৮৭.৯৬ শতাংশ। এ ছাড়া ঢাকা, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও মাদরাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা গণিতে খারাপ করেছে।

জানতে চাইলে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. রমা বিজয় সরকার বলেন, ‘আমাদের বোর্ডে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা খারাপ ফল করার কারণে বোর্ডে গড় পাসের হার কমেছে। এ ছাড়া মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরাও বেশি ফেল করেছে। যার প্রভাব সার্বিক ফলাফলে পড়েছে।’

মেয়েরা এগিয়ে

এ বছর পাসের হার ও জিপিএ ৫ উভয় ক্ষেত্রেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে। এমনকি ফল প্রকাশের সময় স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছেলেদের সংখ্যা কেন কম এবং কেন তারা ফলাফলে মেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে তা খুঁজে বের করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এবার ৯ লাখ ৮৮ হাজার ৭৯৪ জন ছেলে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে আট লাখ ছয় হাজার ৫৫৩ জন এবং ১০ লাখ ২৪ হাজার ৮০৩ জন মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে আট লাখ ৬৫ হাজার ৬০০ জন। ছেলেদের পাসের হার ৮১.৫৭

শতাংশ এবং মেয়েদের পাসের হার ৮৪.৪৭ শতাংশ। ফলে ছেলেদের চেয়ে ৫৯ হাজার ৪৭ জন মেয়ে বেশি পাস করেছে। অন্যদিকে ছেলেরা জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৩ হাজার ৩৫৩ জন এবং মেয়েরা জিপিএ ৫ পেয়েছে ৯৮ হাজার ৭৭৬ জন। সেই হিসাবে ছেলেদের তুলনায় ১৫ হাজার ৪২৩ জন বেশি মেয়ে জিপিএ ৫ পেয়েছে।

পাসের হারে শীর্ষে যশোর, পিছিয়ে সিলেট

এবার সিলেট শিক্ষা বোর্ডের ফল অস্বাভাবিক খারাপ হয়েছে। এই শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৩.৩৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বনিম্ন পাস করেছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে। এই বোর্ডে গড় পাসের হার ৭৯.২৩ শতাংশ।

অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি পাস করেছে যশোর বোর্ডে ৯২.৩৩ শতাংশ। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাসের হার রাজশাহী বোর্ডে ৮৯.২৬ শতাংশ। বরিশাল বোর্ডেও পাসের হার ৮৯.১৩ শতাংশ। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৩.৯২ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৮২.৮০, দিনাজপুরে ৭৮.৪৩, ময়মনসিংহে ৮৫, মাদরাসা বোর্ডে ৭৯.৬৬ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮১.৩৮ শতাংশ।

সবচেয়ে বেশি জিপিএ ৫ ঢাকা বোর্ডে

এ বছরের এসএসসি ও সমমানে সবচেয়ে বেশি জিপিএ ৫ পেয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ৪৯ হাজার ১৯০ জন। রাজশাহী বোর্ডে ২৮ হাজার ৭৪, কুমিল্লায় ১২ হাজার ১০০, যশোরে ২০ হাজার ৭৬১, চট্টগ্রামে ১০ হাজার ৮২৩, বরিশালে ছয় হাজার ১৪৫, সিলেটে পাঁচ হাজার ৪৭১, দিনাজপুরে ১৮ হাজার ১০৫, ময়মনসিংহে ১৩ হাজার ১৭৬, মাদরাসা বোর্ডে ১৪ হাজার ২০৬ এবং কারিগরি বোর্ডে চার হাজার ৭৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়েছে।

৫১ প্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেনি

এ বছর ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৪৮টি। ফলে শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তিনটি বেড়েছে। অপরদিকে এ বছর দুই হাজার ৯৬৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৩৪৫টি। ফলে শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ৬২৩টি।

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, ‘অনেক প্রতিষ্ঠানে খুব কমসংখ্যক পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে। সেজন্য শূন্য সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া, সেটা কোনোভাবেই সমীচীন

নয়। সেখানে এমপিও বন্ধ করে দিলে আমাদের শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, শিক্ষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।’

ফল পুনর্নিরীক্ষা শুরু আজ

এসএসসির প্রকাশিত ফলে যেসব শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট নয় তারা আজ সোমবার থেকে অনলাইনে ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করতে পারবে, তা চলবে ১৯ মে পর্যন্ত। শুধু টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএসের মাধ্যমে এই আবেদন করা যাবে। এক সঙ্গে একাধিক পত্রের আবেদন করা গেলেও প্রতি পত্রের জন্য ১২৫ টাকা করে ফি দিতে হবে। বিস্তারিত তথ্য নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।